PR_113_AQS

তারিখ: ১৪ই রমজান, ১৪৪৪ হিজরি / ৫ই এপ্রিল, ২০২৩ ঈসায়ী

আল কুদস থেকে ভারত... এক উম্মাহ, এক শত্রু, এক যুদ্ধ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

চলমান রমজান মাসে, বরাবরের মতো সারা বিশ্বের মুসলিমরা পবিত্র মাহে রমজানের রহমত ও বরকত হাসিলের চেষ্টায় নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন।

এই বরকতময় মাসে দখলদার ইহুদি রাষ্ট্রের ইহুদি সৈন্যরা মুসলিমদের প্রথম কেবলা 'আল কুদস'তে হামলা চালিয়েছে। এটা সেই সম্মানিত স্থান যেখান থেকে সাইয়িদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের উদ্দেশ্য রওনা হয়েছিলেন। ইহুদি জাতি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য জাতি। এরা আল্লাহর ক্রোধ নিজেরাই কামাই করে নেয়া জাতি।

১৪৪৪ হিজরির ১২ই রমজানে 'আল আকসা' মসজিদে হামলা চালানো হয়েছে। পবিত্র মসজিদের পবিত্রতা ধূলিসাৎ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মেঝেতে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। সকল নবীদের নামাজ আদায়ের স্থান এই মসজিদের নামাজের কার্পেট আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যে হাত ও পায়ের দ্বারা মুসলিমরা পবিত্র রবের ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন সেগুলোতে হাতকড়া পরানো হয়েছে। এক ডজনেরও বেশি মুসলিমের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। হিজাবে আবৃত সম্মানিত মুসলিম নারীদের পিটানো হয়েছে, তাদেরকে মসজিদের বাইরে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হয়েছে। অত্যাচারের ফলাফল স্বরূপ সম্মানিত নারীদের হিজাব রক্তের রং ধারণ করেছে। আল্লাহর শরিয়া ও পবিত্র কোরআনের অস্বীকারকারী, নবীগণের হত্যাকারী ইহুদিদের দ্বারা পবিত্র আল আকসা মসজিদে এই নিপীড়ন টানা ৩ দিন ধরে চলেছে এবং এখন পর্যন্ত চলমান আছে।

৫ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত ইহুদিদের 'পাস ওভার' উৎসব চলবে। এ উপলক্ষে কিছুদিন আগে কিছু ইহুদি রাবি একটি ঘোষণা দিয়েছে। তাদের ঘোষণামতে, এ বছর পাসওভার উৎসব উদযাপন উপলক্ষে যে বা যারা তাদের পশু আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে জবাই করবে তাদেরকে ১০০ থেকে শুরু করে ১০০০ ডলার পর্যন্ত পুরষ্কার দেয়া হবে। এই গ্রুপটি আমেরিকার সমর্থনে টিকে থাকা ইসরাইল রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতাতে আল আকসা মসজিদে হামলা চালানোর জন্য ইহুদিদের উৎসাহ দিয়ে আসছে।

একই সময়ে তাওহীদবাদী মুসলিমদের ভূমি ভারতে মুসলিমদের মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। অভিশপ্ত মুশরিক হিন্দুরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছে। রমজানের প্রথম দশকের শেষ দিকে ও দ্বিতীয় দশকের শুরুর দিকের সময়টাতে এসকল হামলা চালানো হয়েছে। রাজস্থানে হিন্দুদের 'রাম নবমী' উৎসব উদযাপনকালে একটি মসজিদের উপড়ে গেরুয়া পতাকা টাংগিয়ে দেয়া হয়। বিহারের আযিযিয়া মাদ্রাসাতে হামলা চালানো হয় এবং আগুন ধড়িয়ে দেয়া হয়। আগুনে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি ৪৫০০ এর অধিক কিতাব পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে এক মসজিদে তারাবিহ নামাজ চলাকালীন সময়ে বজরং দলের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। গুজরাটের অনেক মসজিদে পাথর দিয়ে ঢিল ছোড়া হয়েছে। এসকল হামলার সময় বজরং দলের গেরুয়া সন্ত্রাসীরা উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার বিষয়টি প্রকাশ করেছে। আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছে। আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা ও পবিত্র শহর মক্কা ধ্বংস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং পবিত্র কাবার স্থানে 'মক্কাদেশওয়ার মন্দির' স্থাপনের আহবান জানিয়েছে।

বাইতুল মাকদিসের 'আল আকসা' মসজিদে ইহুদিদের হামলার ঘটনায় সারা পৃথিবীর মুসলিমদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। একইভাবে বিহার থেকে রাজস্থানে পবিত্র মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট ও মাদ্রাসা ধ্বংসের ঘটনাও মুসলিমদের অন্তরে রক্ত ক্ষরণ ঘটাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, আল কুদস সাইয়িদিনা আল ফারুক আল আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র দ্বারাই বিজিত হয়েছিল। পুনরায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র দ্বারাই ক্রুসেডারদের থেকে আল কুদস পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম জিহাদের দ্বারাই সিন্ধ বিজয় করেন এবং হিন্দের ভূমিতে পা রাখেন। গযনির মাহমুদও জিহাদের দ্বারাই সোমনাথের মূর্তি ধ্বংস করেন এবং ভারতকে ইসলামের শীতল ছায়ায় নিয়ে আসেন। মাহমুদ গযনভি এক বছরে ১৭ টির মত জিহাদি হামলা চালানোর পর এই সাফল্য পান।

মুসলিমদের প্রথম কিবলা, বাইতুল মাকদিসের 'আল আকসা' মসজিদ পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র কোন বিকল্প নেই। একইভাবে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ পুনরায় তৈরি করার পথও একটাই - জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আল কুদস থেকে ভারত - এক মুসলিম জাতিই বসবাস করে। এরা সেই মুসলিম জাতি যারা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসুল বলে মেনে নিয়েছে। এই সম্মানিত মুসলিম জাতি এবং মনোনীত ধর্ম ইসলামের শত্রু একটাই। কোথাও এই শত্রু মুশরিক হিন্দুদের রূপে দেখা দেয়, কোথাওবা উগ্রপন্থী ইহুদি রূপে।

ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান এই বৈশ্বিক যুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সকল শত্রুরাই সময়ের শ্রেষ্ঠ তাগুত আমেরিকার সমর্থন পেয়ে আসছে। এই আমেরিকাই ইসরাইলের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ও সহায়তা প্রদানকারী।

মুসলিম উম্মাহর পৃথিবীব্যপি বিভিন্ন ফ্রন্টে চলমান জিহাদ গ্লোবাল জিহাদেরই অংশ। আল্লাহে উপর ঈমান আনার পর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্মানিত ইবাদত এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এই জিহাদ আমাদেরকে শত্রুর অনিষ্ঠতা থেকে রক্ষা করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার নিশ্চয়তা দেয়। শত্রু ভগবত সন্ত্রাসী দল হোক বা আমেরিকার সমর্থন পাওয়া ইহুদিরাই হোক, তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের জবাব 'জিহাদ' ভিন্ন অন্য কিছু নেই। শত্রুর এই বর্বর ও ঘৃণ্য আচরণ প্রতিহত করার উপায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'তে নিহিত আছে।

ইমাম নুআইম ইবনে হাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ তার 'আল ফিতান' কিতাবে হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসে বাইতুল মাকদিস ও গাযওয়াতুল হিন্দের মধ্যকার যোগসূত্র উঠে এসেছে।

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মাকদিসের (জেরুজালেমের) একজন বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবেন। মুজাহিদরা ভারত বিজয় করবেন এবং সেখানকার যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবেন। পরবর্তীতে বাদশাহ এই সম্পদ বাইতুল মাকদিসের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে ব্যবহার করবেন। (ঐ সময় ভারত বায়তুল মাকদিসের একটি অংশ হয়ে যাবে)। এই সৈন্যদল ভারতের রাজা (শাসককে) শিকল পড়তে বাধ্য করবে এবং তাকে বাদশাহের সামনে শিকল পরিহিত অবস্থায় পেশ করা হবে। এই বাদশাহের নেতৃত্বে মুজাহিদরা পূর্ব থেকে পশ্চিমের সকল ভূমিতে জয়ী হবে এবং দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করবে। (কিতাব আল ফিতান - ইমাম নুআইম ইবনে হাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا الأمين، آمين

অনুবাদ ও প্রকাশনা

ادارہ السحاب، برصغیر
আস সাহাব মিডিয়া (উপমহাদেশ)

النصر
AN-NASR